Vol. 31 | No. 3 | 198

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাংবাদিকতা-সাহিত্যচর্চা ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে মওলানা আবদুর রউফ ওহীদের ভূমিকা

Volume	31
Issue	3
Year	198
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
Published online	June 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v31i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i3.8
Pages	109-216
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাংবাদিকতা-সাহিত্যচর্চা ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে মওলানা আবদুর রঊফ ওহীদের ভূমিকা

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্

মূল নাম : আবদুর রঊফ : কুনিয়াত : আবুল মাআলী ; কাব্যনাম : ওহীদ (অদ্বিতীয়)। ১২৪৩/১৮২৮ সালে তিনি কলকাতার এক রইস খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১১/১৮৯৩ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁর পিতা ও পিতামহ ছিলেন যথাক্রমে শায়খ আহমদ আলী সিদ্দীকী হানাফী নক্‌শবন্দী (মৃ. ১২৮৯/১৮৭৩) ও শায়খ মুহম্মদ রমযান (১২২৮/১৮১৩)। এ-পরিবারের আদিনিবাস ছিল দিল্লীতে। এ-বংশের লোকেরা বিশিষ্ট উলামার মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। এ-বংশের অন্যতম পূর্বসুরী কাজী শায়খ মুহম্মদ আবদুল কাদের সিদ্দীকী তাঁর ভাই শায়খ মুহম্মদ আবদুর রহীম সিদ্দীকীকে সংগে নিয়ে ১০৬০/১৬৫০ সালে বাংলাদেশে আগমন করেন। তখন দিল্লীতে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-'৫৮) এবং বাংলার সুবাদার ছিলেন শাহ্‌জাদা আবুনসর নাসীরুদ্দীন মুহম্মদ শুজা (১৬৩৯-'৬০)। আবদুল কাদের সিদ্দীকী ও তাঁর ভাই আবদুর রহীম সিদ্দীকী বাংলার পথে কিছুদিন পাটনায় অবস্থান করেন এবং পরে পশ্চিম বাংলার সুতানুটি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালিঘাট—এ-তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করেই কলকাতা শহর গড়ে উঠে (১৬৯০)। আবদুর কাদের সিদ্দীকী তাঁর ভাইসহ যখন সুতানুটি গ্রামে উপস্থিত হন, তখন সেই স্থানটি ছিল অনাবাদী ও জঙ্গলময়। তাঁরা ঝোঁপ-জঙ্গল কেটে তাঁদের আবাসস্থল আবাদ করেন। তদবধি মওলানা ওহীদের মৃত্যু (১৮৯৩) পর্যন্ত প্রায় আড়াইশ' বছর এ-পরিবারটি কলকাতায়ই বসবাস করতে থাকেন এবং পরবর্তী সময়েও তাঁর বংশধরেরা একই স্থানে বসবাস করে আসছেন।[১]

এ-খান্দানটি সম্রাট আলমগীরের (১৬৫৮-১৭০৭) নিকট থেকে প্রাপ্ত সনদ-বলে ১০৬৯/১৬৫৯ সালে সুতানুটি অঞ্চলে কিছুটা লা-খারাজ

সম্পত্তি লাভ করেন। বাংলার সুবাদার মীর জুমলা মুআয্যাম খান (১৬৬০–'৬৩) এঁদের ধর্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে এ-এলাকায় একটি প্রশস্ত ঈদগাহ্ নির্মাণ করেন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এ-খান্দানের হাতে ন্যস্ত করেন। কিন্তু কালক্রমে এ-সব লা-খারাজ সম্পত্তি এই খান্দানের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং তা হিন্দু পুঁজিবাদীদের হস্তগত হয়। ১১৯৭/১৭৮২ সালে মওলানা ওহীদের দাদা জনৈক হিন্দু থেকে সেই হারানো লা-খারাজ সম্পত্তির কিছুটা অংশ খরিদ করেন এবং উক্ত ঈদগাহের পার্শ্বে লক্ষ টাকা খরচ করে দু'বছর সময়ে একটি বিরাট জাঁকালো মসজিদ নির্মাণ করেন। ঐ নির্মাণ-কাজ ১১৯৯/১৭৮৪ সালে সমাপ্ত হয়। মসজিদটি ছিল গঙ্গানদীর তীরে নীমতলা মহল্লায়। মওলানা ওহীদের পিতা আহমদ আলী সিদ্দীকী একজন খোদাভক্ত আলেম ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। পার্থিব লোভ ও ভোগ-বিলাসের লিপ্সা তাঁকে স্পর্শ করেনি।[২]

মওলানা ওহীদ প্রচলিত শিক্ষা লাভ করেন তাঁর পিতার নিকট। অতঃপর অন্যান্য আলেমের সাহচর্যে অধিকতর শিক্ষা অর্জন করেন। সর্বশেষে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখানকার প্রধান শিক্ষক ও যুগের সর্বউস্তাদ মওলানা মুহম্মদ ওজীহের (মৃ. ১৮৬৪) নিকট ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই কাব্য-চর্চার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। ছাত্রজীবনে তা অব্যাহত থাকে। কর্মজীবনেও চাকরী ও জাতীয় সেবার মধ্য দিয়ে তিনি ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যকে অজস্র কবিতা উপহার দেন এবং ইতিহাস, ব্যাকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে কয়েকটি ফার্সী গদ্য-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বেশী লিখতেন ফার্সী কবিতা। 'দীওয়ান-এ-ওহীদ' তাঁর ফার্সী কবিতারই সংকলন। তিনি যুগের অন্যতম প্রতিভাবান শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। কাব্যচর্চায় তাঁর উস্তাদ ছিলেন শাহ সৈয়দ উলফাত হুসাইন ফরইয়াদ আযীমাবাদী (১৮০৪–১৮৪৫)।[৩]

ওহীদের উস্তাদ উলফাত হুসাইন ছিলেন যুগের অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব, নামজাদা সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক। তাঁর শিষ্য ওহীদকেও সাংবাদিকতা ও ইতিহাসচর্চার নেশা পেয়ে বসেছিল। শিক্ষাশেষে মওলানা ওহীদ সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতায় 'সুলতানুল্ আখ্বার' পত্রিকাটি নানা অসুবিধার দরুন বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এর পুনঃ প্রকাশ থেকে হাত গুটিয়ে নেন। মওলানা ওহীদের চেষ্টায়

পত্রিকাটি আবার জনসমক্ষে আসে এবং ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কলকাতার ফার্সী সাপ্তাহিক 'দূরবীন' (১৮৫৩) ও সাপ্তাহিক 'উর্দুগাইড'-এর প্রতিষ্ঠা তাঁর অমর কীর্তি। তিনি বহুদিন পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদনা করে সাংবাদিকতার মান উন্নত করেন। দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনে পত্রিকা দুটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং তা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি আদর্শে পরিণত হয়। এ দুটি পত্রিকা ছিল তদানীন্তন যুগের আদর্শস্থানীয় সংবাদপত্র।[৪]

১২৭১/১৮৫৫ সালে ওহীদ কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে অনুবাদক নিযুক্ত হন এবং কিছুদিন সে-কাজে আত্মনিয়োগ করে দক্ষতার পরিচয় দেন। ইত্যবসরে কলিকাতা মাদ্রাসার ফার্সী শিক্ষক মীর্যা বুযুর্গ শীরামী পরলোকগমন করলে তাঁর পদটি শূন্য হয়। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ১২৭৬ সালের ২রা রজব মোতাবেক ১৮৬০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ওহীদকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। প্রায় দু'বছর তিনি সে-পদে নিযুক্ত থেকে শিক্ষার্থীদের মনে ফার্সী শিক্ষার আগ্রহ জাগ্রত করেন। ১২৭৮ সালের ৯ই জুমাদাল উলা মোতাবেক ১৮৬২ সালের ১লা জানুয়ারী বৃটিশ সরকার তাঁকে বড়লাটের ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রধান অনুবাদক (মীর মুনশী)-পদে নিযুক্ত করেন। জীবনের ক্রান্তিলগ্ন পর্যন্ত তিনি এ-পদে বহাল থেকে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৮৯ সালের প্রথমদিকে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো-সম্মানে ভূষিত করেন। এ-সময় তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের কলা অনুষদে আরবী, ফার্সী ও উর্দু বোর্ডের সদস্যরূপেও কাজ করেন।[৫] এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন ভাল শিক্ষাবিদও ছিলেন।

জাতীয় সেবা ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে ওহীদের সবচাইতে বড় অবদান হলো 'আন্‌জুমান-এ-ইসলামী' গঠন। তাঁর উদ্যোগে কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের গণ্যমান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় ১৮৫৫ সালের ৬ই মে কলকাতা নগরীতে এই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি অস্তিত্ব লাভ করে। এই তারিখে 'আন্‌জুমানে'র প্রাথমিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তালতলায় কাজী গুলাম সুবহানের পুত্র মৌলবী শামসুদ্ দুহা মুহম্মদ মাযহার হানাফীর বাসভবনে। এতে সভাপতিত্ব করেন কলকাতার শহর-কাজী মৌলবী আবদুল বারী (মৃ. ১৮৭৭)। এ-বৈঠকে ফার্সীতে উদ্বোধনী ভাষণ দেন মওলানা ওহীদ। তিনি ভাষণে 'আন্‌জুমান' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁর প্রস্তাবানুসারেই এ প্রতিষ্ঠানটি 'আন্‌জুমান-এ-ইসলামী' নামে অভিহিত হয়। মৌলবী মাযহারও অনরূপভাবে 'আন্‌জুমানে'র উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। এ-সভায় আন্‌জুমানের গঠনতন্ত্র রচনার জন্য ১৫ সদস্যের একটি 'বিশেষ কমিটি' গঠিত হয়।[৬] এঁদের মধ্যে কাজীউল কুজাত ফযলুর রহমানকে ঐ 'বিশেষ কমিটি'র সভাপতি, শহর-কাজী আবদুল বারীকে সহ-সভাপতি, মওলানা ওহীদ ও মৌলবী মুহম্মদ মাযহারকে সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়। নওয়াব হাজী মুহম্মদ খানকে ঐ সমিতির পৃষ্ঠপোষক ঘোষণা করা হয়। মূলতঃ মৌলবী মাযহারই সর্বপ্রথম কলকাতার হিন্দু ধনাঢ্যদের প্রতিষ্ঠিত 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (১৮৫১)-এর পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য ভিন্ন একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কথা ভেবেছিলেন।[৭] ১৮৫৫ সালের ২৮ শে মে 'বিশেষ কমিটি'র বৈঠক বসে মৌলবী আবদুস সামাদের বাসভবনে ২৮ নং জনবাজার স্ট্রীটে। গঠনতন্ত্র কমিটির সেক্রেটারী মওলানা ওহীদ ও মৌলবী মুহম্মদ মাযহার, মৌলবী আবদুস সামাদের সহযোগিতায় আন্‌জুমানের গঠনতন্ত্র রচনা করে বৈঠকে পেশ করেন। আলোচনা ও সংশোধনের পর গঠনতন্ত্রটি সদস্যদের সমর্থন লাভ করে। ঐ বছর ২৪ শে জুলাই কলকাতার টাউন হলে সর্বসাধারণ মুসলমানের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আন্‌জুমানের প্রতিষ্ঠা ও এর গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। সভায় ৪০০ জনেরও বেশী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় মওলানা ওহীদ একটি ফার্সী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই বছর ৪ঠা সেপ্টেম্বর আনজুমানের সাধারণ সদস্যদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ-সভায় ১৮ সদস্যের[৮] সমন্বয়ে আন্‌জুমানের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। প্রধান কাজী ফযলুর রহমানকে 'আন্‌জুমান' ও এর কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, অনরূপভাবে কাজী আবদুল বারী ও মওলানা মুহম্মদ ওজীহ্‌কে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। মওলানা ওহীদ 'দূরবীন' পত্রিকার সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাঁর অনুরোধ-ক্রমে তাঁকে সেক্রেটারীর দায়িত্ব থেকে রেহাই দেয়া হয় এবং মৌলবী মাযহারকে স্থায়ীভাবে 'আন্‌জুমান' ও এর কার্যনির্বাহী কমিটির সেক্রেটারী ঘোষণা করা হয়। মওলানা ওহীদ সেক্রেটারী না থাকলেও তিনি আনজুমানের যাবতীয় কার্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। 'আন্‌জুমানে'র বিভিন্ন জলসায় তিনি বহু প্রবন্ধ পড়ে শুনান।

'আনজুমান-এ-ইসলামী' ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এর পূর্বে মুসলমানদের উপমহাদেশ-জোড়া আর কোন জনকল্যাণকর ও রাজনৈতিক সঙ্ঘ ছিল না। এর উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানি-শাসিত ভারতীয় জনগণের, বিশেষত মুসলমানদের মঙ্গল সাধন করা, তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা, তাদের অভাব-অভিযোগ কোম্পানি-সরকারের সামনে তুলে ধরা। সে-সময় খ্রীস্টধর্ম প্রচারকরা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনার কাজে তৎপর ছিলেন। সে-জন্য এ 'আনজুমানে'র অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মিশনারীদের অভিযোগ খণ্ডন করে ইসলামের যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করা ও তার গৌরব বৃদ্ধি করা। 'আনজুমানে'র গঠনতন্ত্রে এ কথারও উল্লেখ ছিল যে, এ প্রতিষ্ঠান সরকার-বিরোধী কোন কাজে হাত দেবে না। বস্তুত তাই হয়েছিল। এ 'আনজুমানটি' কত দিন স্থায়ী হয়েছিল, তা নির্ণয় করা মুশকিল। খুব সম্ভব ১২৭৯ সালের ১২ই শাউওয়াল মোতাবেক ১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল নওয়াব আবদুল লতীফ কর্তৃক 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' গঠিত হলে 'আনজুমানে'র অস্তিত্ব লোপ পায়। মওলানা ওহীদ আগাগোড়া 'লিটারারী সোসাইটি'র কার্যনির্বাহী কমিটি এবং এর যাবতীয় কর্মতৎপরতার সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সুতরাং 'লিটারারী সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠার পর 'আনজুমানে'র প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। 'আনজুমান-এ-ইসলামীর' মধ্য দিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম জাতির জন্য একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্ঘ গড়ে উঠে এবং এর শাখা-প্রশাখা গঠিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশে এর প্রাদেশিক শাখা ও স্থানীয় শাখা স্থাপিত হয়। এর ছত্রছায়ায় তদানীন্তন যুগের নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ একত্রে উঠা-বসা করার এবং দেশ ও জাতির জন্য চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ লাভ করে। এই 'আনজুমানে'র কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্যদের নাম-ধাম দেখেই আমরা সেই যুগের সুধী মুসলমানদের তালিকা সহজেই প্রণয়ন করতে পারি। স্বাধিকার ও জাতীয় চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে এই আনজুমানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। মওলানা ওহীদ 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'র বিভিন্ন অধিবেশনে অনেক প্রবন্ধ পাঠ করে শুনান।[৭]

মওলানা আবদুর রউফ ওহীদ নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি রচনা করেন— 'তাহরীরাত-এ-ওহীদী,' 'তওয়ারীখ-এ-বাংগালা', 'তারীখ-এ-কেল্লকাত্তা', 'আরফ-এ-ওহীদী', 'নাহ্‌ব-এ-ওহীদী,' 'শার্‌খ-এ-মাবুজান,' 'তুহফাতুল হুজ্জ',

'তাজ-এ-সুখান', 'দীওয়ান-এ-ওহীদ', 'রুবাইয়াত-এ-ওহীদী' (নায়ুরা-এ-জান আফ্‌যা), 'মানশাআত্-এ-ওহীদী', 'জাওয়াহিরুস্ সানায়ে', 'সুখান-এ-মাওযুন' ইত্যাদি।

'তাহ্‌রীরাত-এ-ওহীদী' গ্রন্থে রয়েছে মওলানা ওহীদের সেইসব ভাষণ, যা তিনি নওয়াব আবদুল লতীফ প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'-র বিভিন্ন অধিবেশনে দিয়েছিলেন। কলকাতার 'ফ্রেন্ডস্ অব্ ইন্ডিয়া' নামক পত্রিকার সম্পাদক মার্শম্যান 'হিস্টোরী অব্ বেঙ্গল' নামে একটি বই রচনা করেন। মওলানা ওহীদ এর ফার্সী অনুবাদ করে তা 'তাওয়ারীখ-এ-বাংগালা' নামে অভিহিত করেন (১৮৫৩)। ৬৯১ পৃষ্ঠার এ-বইটি কলকাতার সুলতানুল আখবার প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এর একটি সংখ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। 'রুবাইয়াত-এ-ওহীদী'তে রয়েছে নীতি-মূলক কবিতাসমূহ। এরও একটি সংখ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। 'সার্‌ফ-এ-ওহীদী' গ্রন্থে রয়েছে ফার্সীর শব্দ-প্রকরণ (Etimology)। 'নাহ্‌ব--এ-ওহীদী' গ্রন্থে ফার্সী ভাষার পদবিন্যাস (Syntex) বর্ণনা করা হয়েছে। ১৮৬০ সালে ওহীদ যখন কলিকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন, তখন তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য এ-গ্রন্থ দুটি রচনা করেন। ৩৭৭ পৃষ্ঠার 'নাহ্‌ব-এ-ওহীদী' নামক ফার্সী গ্রন্থটি ১২৭৯/১৮৬২ সালে কলকাতার মাযহারুল আজায়েব প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এর একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। এ-গ্রন্থে ওহীদের নিজের লেখা একটি ইংরেজী ভূমিকা রয়েছে। তিনি ফার্সী, আরবী, উর্দু ও ইংরেজীতে সমভাবে দক্ষ ছিলেন। ওহীদের 'রুবাইয়াত' গ্রন্থের অপর নাম 'নায়ুরা-এ-জান্ আফ্‌যা'। ৪২ পৃষ্ঠার এই ফার্সী রুবাই গ্রন্থটি ১৩০৫/১৮৮৮ সালে কলকাতার 'দারুস সাল্‌তানাত্' পত্রিকার প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এরও একটি সংখ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। তাঁর অন্যান্য রচনা এখন দুষ্প্রাপ্য। মওলানা ওহীদ যে সময় কাব্যচর্চায় খ্যাতি অর্জন করে চলেছিলেন, তখন উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ, মওলানা হালী, মওলানা শিবলী প্রমুখ নিজ নিজ সাহিত্যে জাতির গৌরবময় অতীত এবং জগৎ ও জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। অথচ মওলানা ওহীদকে তখনো গতানুগতিক সাহিত্যসৃষ্টি করতে দেখা যায়। কর্মজীবনে তিনি যে-ভাবে দেশ ও জাতির জন্য চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। তাঁর কর্মজীবনের আদর্শের সংগে তাঁর সাহিত্য-জীবনের কোন মিল খুঁজে

পাওয়া যায় না। তবুও বলতে হয় যে, সমাজজীবনে যেমন তাঁর একটি ভাব-মূর্তি ছিল, গতানুগতিক সাহিত্যেও তাঁর তেমনি বিশেষ একটি স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিল। কর্মজীবন ও সাহিত্য-জীবনে তিনি পাঁচজনের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মত নন।

নওয়াব আবদুল লতীফ আবদুর রউফ ওহীদের 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'-কেন্দ্রিক জাতীয় সেবার বিশেষ একটি দিক বর্ণনা করে বলেন: A great deal of this success was due to the countenance and patronage of three worthies, long since deceased-Moulvie Mohomed Wajee, Kazi Abdul Baree and Moulvi Hafiz Ajeeb Ahmud, who were respected by the entire Mohamedan community, as the most learned and pious men of their time, -and to the untiring zeal and unflinching devotion, manifested by Moulvie Mahomed Abdool Rowoof, the late Moulvie Abdool Hukeem and several other gentlemen.[১০]

উৎস-নির্দেশ

১ তাক্‌রীযাত: দীওয়ান-এ-ওহীদ, কলকাতা, রহমানী প্রেস, ১৩০৮/১৮৯৯, পৃ. ২-৮

২ তাক্‌রীযাত: দীওয়ান-এ-ওহীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮-১৪

৩ পূর্বোক্ত।

৪ তাক্‌রীযাত: দীওয়ান-এ-ওহীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪-১৭

৫ পূর্বোক্ত।

৬ দূরবীন, কলিকাতা, ১৯ শে শা'বান, ১২৭১, পৃ. ৪
কমিটির সদস্যরা হলেন: (১) কাজী ফযলুর রহমান (২) কাজী আবদুল বারী (৩) মৌলবী মুহম্মদ ওজীহ (৪) মৌলবী আবদুস সামাদ (৫) মৌলবী আবদুল লতীফ খান বাহাদুর (৬) মৌলবী আবদুর রউফ ওহীদ (৭) মৌলবী মুহম্মদ মাযহার (৮) মৌলবী আবদুল জাব্বার (৯) মুনসী ফযলুল করীম (১০) মৌলবী গুলাম ঈসা (১১) মৌলবী রহমত আলী (১২) মৌলবী আহমদ (১৩) মৌলবী জাওয়াদ আলী (১৪) মৌলবী আবদুল হামীদ, এবং (১৫) মৌলবী গুলাম ইয়াহ্‌ইয়া।

৭ দূরবীন, কলিকাতা, ২৫শে রমযান, ১৮৮১, পৃ. ৫

৮ তাঁরা হলেন: (১) কাজীউল কুজাত মৌলবী ফযলুর রহমান (২) কাযী আবদুল বারী (৩) মওলানা মুহম্মদ ওজীহ (৪) মৌলবী আহমদ (৫) মৌলবী আবদুস সামাদ (৬) মৌলবী জাওয়াদ আলী (৭) মৌলবী আবদুল লতীফ খান বাহাদুর (৮) মৌলবী রহমত আলী (৯) মওলানা আবদুর রউফ ওহীদ (১০) গুলাম ঈসা (১১) মৌলবী আবদুল হামীদ (১২) মৌলবী আবদুল জাব্বার (১৩) হাজী মুহম্মদ খান (১৪) মৌলবী গুলাম ইয়াহইয়া (১৫) মৌলবী মুহম্মদ মাযহার (১৬) মৌলবী মারহামাত হুসাইন (১৭) মৌলবী সৈয়দ য়য়ন হুসাইন (১৮) হাজী যাকারিয়া।

৯ তাযকিরা-এ-দীওয়ান-এ-ওহীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

১০ Enamul Haque, Abdul Latif, his writings and related documents, Samudra Prokashani, Dacca, 1968, p. 143